মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/০৪/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং ৩৮টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি গত ০৬/০৫/২০১০ তারিখে বরগুনা, ২৯/১২/২০১০ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই, ২২/০২/২০১১ তারিখে বরিশাল, ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলার খালিশপুর, ০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ, ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী, ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় ০৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি নির্দেশনা প্রদান করেন

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত ৪৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সিদ্ধান্ত দুটি একীভূত করা হয়। ফলে নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির সংখ্যা হয় ৪৭টি। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত২০টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।০১টি প্রতিশ্রুতি (নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টি লাইজার কোম্পানি লিঃপরিচালনার জন্য গ্যাস প্রাপ্যতা সম্ভব নয় বিধায় বন্ধ আছে) এবং ০১টি (চিনি আমদানী বিষয়ক) তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন {৪৭ - (২০+২)} = ২৫টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থায় রাজস্ব খাতসহ অনুমোদিত জনবল ৩৭০৩৯ এর মধ্যে সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য ৩৩৭৪টি পদ শূন্য আছে। দীর্ঘ দিন যাবত ছাড়পত্রের অভাবে পদগুলো পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা শূন্য পদ পূরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছেঃ **শিল্প মন্ত্রণালয়** শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২১৭টি, পূরণকৃত পদ ১৭৪টি এবং শূন্য পদ ৪৩টি। ২য় শ্রেণির ০১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাএবং ০১টি সহকারী লাইব্রেরীয়ান নিয়োগের কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। নতুন নিয়োগবিধি জারীর পর সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার০১টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।সংরক্ষিত কোটা বাদ দিয়ে ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির০৮টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। ৪র্থ শ্রেণিরআরও ০৪টি পদ শূন্য আছে। **বিসিআইসি** ১৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬০৭ তম বিসিআইসি'র বোর্ড সভার অনুমোদন অনুযায়ী বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৫২৩৮টি শূন্য পদের বিপরীতে টেকনিক্যাল ক্যাডারের ১ম শ্রেণির ৫৩ জন, ২য় শ্রেণির ৩৭ জন কর্মকর্তাসহ৯০ জন প্রকৌশলী নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া, শূন্য পদের বিপরীতে ০৮টি ক্যাটাগরীতে ১০৫ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং৫১ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাসহ মোট১৫৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রস্তাবনা০৯ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬১০ তম বিসিআইসি'র বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের নিমিত্তে টেলিটকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএসএফআইসি** বিএসএফআইসি এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন সুগার মিল/প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মোট ২০৫৯টি পদ শূন্য রয়েছে। যার মধ্যে ১ম শ্রেণির	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				২৩৪টি, ২য় শ্রেণির ৩০টি, ৩য় শ্রেণির ৮৫৭টি এবং ৪র্থ শ্রেণির (শ্রমিকসহ) ৯৩৮টি। বর্তমানে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৬৯টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ কার্য ক্রম চূড়ান্ত র্প্য ায়ে আছে। ৪টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৫১টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের যাঁচাই-বাছাই চলছে। এছাড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্ম চারী ও শ্রমিক এর শূন্যপদে নিয়োগ কার্য ক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। **<u>বিএসইসি</u>** বিসিআইসি প্রধান কার্য ালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬৬০টি শূন্য পদ আছে। বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১২৯টি শূন্য পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ২য় শ্রেণির ৫৭টি, ৩য় শ্রেণির ৯৭টি, ৪র্থ শ্রেণির১১৪টি ও শ্রমিক ২৭৪টি পদসহ মোট ৫৪২টি পূরণযোগ্য। **<u>বিসিক</u>** বিসিকের শূন্য পদ ৪০৩, তার মধ্যে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১০৮টি। সমাপ্ত উইডিপি প্রকল্পের ৮৫ জন কর্ম চারীকে নিয়োগের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও ৫৩টি কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২৭/৫/২০১৬ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **<u>বিএসটিআই</u>** বিএসটিআই এর মোট পদ ৬০৭। শূন্য পদের সংখ্যা ১৭৮। শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০০৯-২০১৫ সময়ে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৯৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন এবং ২০১৫ সালে ৫৮ জন কর্ম কর্তা/কর্ম চারী নিয়োগ করা হয়েছে। **<u>বিএবি</u>** বিএবি'র অনুমোদিত পদ ২৪টি এবং পূরণকৃত পদ ১৯টি। ৩য় শ্রেণির ০২টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর যাচাই বাছাই চলছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ডিপিডিটি ১ম শ্রেণির ০৯টি এক্সামিনার পদে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ জন, ১০% সংরক্ষণ কোটায় ০২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটিকে অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য ০৮ জনবল বিশিষ্ট IT Unit স্থাপন করা হয়েছে। IT Unit এ অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ০৩ জন ১ম শ্রেণির কর্ম কর্তাPSC এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। **এনপিও** এনপিও তে বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ০৪টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০২টি মোট ১৬টি পদ শূন্য আছে। ১ম শ্রেণির শূন্য ১০টি পদের মধ্যে ০৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় ০১ জন উর্দ্ধতন গবেষণা কর্ম কর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সরাসরি পূরণযোগ্য ০৫টি পদের মধ্যে ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অপর ০৪টি পদ পূরণের বিষয় সরকারি কর্ম কমিশনেপ্রক্রিয়াধীন আছে। ৩য় শ্রেণির ০৪টি শূন্য পদের ০৩টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অবশিষ্ট ০১টি ৩০/১২/২০১৫ তারিখে শূন্য হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণি ০২টি শূন্য পদের ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। **বয়লারঃ** প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয়ে অনুমোদিত১০টি শূন্য পদের মধ্যে গেজেটেড কর্ম কর্তার০৫টি পদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণি ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ০৫টি পদের মধ্যে ০২টি ৩য় শ্রেণি ও ০১টি ৪র্থ শ্রেণির পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ১৪/৫/২০১৬ তারিখে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আগামী১৮/৭/২০১৬ তারিখে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০২	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জিপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার প্রসংগেঃ বিষয়টি পরীক্ষান্তে সুনির্দি ষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য নির্দে শনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসইসি	ক) বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে বিএসইসি'র শিল্প-কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যাস, মিটসুবিসি পাজেরো স্পোর্ট স জীপ্ ডাবল কেবিন পিকআপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দে শনা উল্লেখ করে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। খ) প্রগতির কারখানায় আধুনিক বিলাস বহুল পাজেরো স্পোর্ট স জিপ বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩৮৫টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ৩১৭টি বিক্রয় করা হয়েছে। গ) সিডান কার সংযোজনের জন্য প্রগতির সাথে মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশন গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিৎসুবিসি মটরস কর্পে ারেশন কর্তৃক বাংলাদেশের উপযোগী ও সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে একটি মডেল নির্ব াচন করা হয়েছিল। তবে মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে যন্ত্রাংশের তালিকা ও মূল্য জানতে চাওয়া হয়। মিটসুবিসি মটরস কর্পে ারেশন কোন তালিকা সরবরাহ করে নাই। বিষয়টি বর্তমানে পরিত্যক্ত গণ্য করা যায়।	চলমান কার্য ক্রম।		
০৩	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টি ফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য করাঃ বিএসটিআইর চলমান প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্য ক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দে শনা প্রদান।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	বিএসটিআই'র লেবরেটরিসমূহের এক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্য ক্রমঃ **ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশনঃ** বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রো বায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরী পূর্ব ক গত১৭/৬/২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮/৩/২০১১ থেকে ১৭/৩/২০১৩	চলমান কার্য ক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				পর্য ন্ত দুই বছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে। পরবর্তীতে NABL এর ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি লিড অডিটর/ অডিটর দল এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলি সার্ভি লেন্স অডিট করেন এবং নতুন পণ্যের আরও ৭৫টি প্যারামিটার Accreditation এর লক্ষ্যে Assessment করেন। বিএসটিআই এর এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্য ক্রম সন্তোষজনকহওয়ায় NABL থেকে ২য় পর্য ায়ে গত ০৯/৪/২০১৫ পর্য ন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদনকৃত ৭৫টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়। বিএসটিআই এর উল্লিখিত ল্যাবগুলি Accreditation এর মেয়াদ গত ০৯/৪/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ায় ইতোমধ্যে ০৭-০৮ মার্চ/২০১৫ তারিখে ভারতের NABL থেকে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি Assessment টীম ল্যাবসমূহের কার্য ক্রম Assessment সম্পন্ন করেন। ল্যাবগুলোর কার্য ক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ১৪/৬/২০১৭ পর্য ন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং নতুন করে আরও ২০টি প্যারামিটারের Accreditation প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মোট Accreditation প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬৩টি। পাশাপাশি বিএসটিআই এর চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী পর্য ায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। **Product Certification এক্রিডিটেশন :** বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশন সিষ্টেম বর্তমানে এ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম পর্য ায়ে বিএসটিআই'র Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিস্কুট, ওয়েফার বিস্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস এবং ২য় পর্য ায়েআরও ০৬ (ছয়)টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অলিন পণ্যের এবং সর্ব শেষঅক্টোবর/২০১৪ মাসে আরও ০৩টি নতুন পণ্য যথাঃ ফরটিফাইড সয়াবিন অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অলিন পণ্যের ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) থেকে Accreditation প্রদান করা হয়। এর ফলে বিএসটিআই'র			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Product Certification System এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনেরজন্য প্রাপ্ত Accreditation এর মেয়াদ গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ার পর Re-certification প্রদান করা হয়েছে। উক্ত Re-certification এর জন্য ভারতের NABCB এর ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি এসেসর টীম কর্তৃক গত ০৬-১২ ডিসেম্বর/২০১৪ সময়ে বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনকার্য ক্রমAssessment সম্পন্ন করা হয়। **National Metrology Laboratory (NML) এক্রিডিটেশন :** NML এর ৬টি ল্যাবরেটরীকে এ্যাক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে Norwegian Accreditation অথরিটি বরাবরে আবেদন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯/০৪/২০১৩ হতে ০২/০৫/২০১৩ তারিখ পর্য ন্ত সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম ল্যাবগুলি Re-assessment সম্পন্ন করেছেন। গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে। পরবর্তীতে ২৭-২৯ মে/২০১৪ সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম NML এর উক্ত ল্যাবগুলি সার্ভি লেন্স ও Re-assessment সম্পন্ন করে এবং ল্যাবগুলি Accreditation বহাল থাকার সুপারিশ করে। NML-BSTI এর আওতায় Force calibration Laboratories স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে calibration প্রদান কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। **Management System Certification(MSC) বাস্তবায়ন :** বিএসটিআইতে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারী সংস্থা/ফার্ম গুলো বিদেশী সংস্থার পরিবর্তে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9000, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14000 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টি ফিকেট গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিএসটিআই এর Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্য ক্রম নরওয়েজিয়ান			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক বিগত জুলাই ২০০৯ সাল থেকে ৫ বছরের জন্য প্রাপ্ত ছিল। উক্ত Accreditation এর নির্ধ ারিত৫(পাঁচ) বছরের মেয়াদ গত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে শেষ হয়। এ বিষয়ে Norwegian Accreditation থেকে তার নরওয়ের বাইরে আর কোন ধরনের সার্টি ফিকেট প্রদান করবে না জানানো হলে এ পর্য ায়ে ভারতের National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) থেকে Accreditation গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে NABCB বরাবরে আবেদন করার প্রেক্ষিতে NABCB থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং তদনুযায়ী NABCB এর অডিটরগণ কর্তৃক গত ০৬-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্য ন্ত Office Assessment এবং বিএসটিআই কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 এর উপর Witness audit সম্পন্ন করা হয়।ইতোমধ্যে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকেও বিএসটিআই এর Management System Certification কার্য ক্রমের(ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000) Accreditation দিতে সক্ষমতার কথা জানানো হলে BAB থেকেও গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। Norwegian Accreditation এর একজন Lead Auditor এর নেতৃত্বে এবং NA ও BAB এর সমন্বয়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিটর দল কর্তৃক audit সম্পন্ন করা হয় এবং ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় বিএসটিআই এর Management System Certification (MSC)সেল এর অনুকূলে Accreditation প্রদান করা হয়। গত ৯ জুন ২০১৫ তারিখ World Accreditation Day উপলক্ষে BAB কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক উক্ত Accreditation Certificate বিএসটিআই এর মহাপরিচালক এর হাতে হস্তান্তর করা হয়। বিএসটিআই থেকে এ পর্য ন্ত ৩৩টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্ত মানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।			
০৪	(প্রকল্প) “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ক আত্ম কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন” শীর্ষ ক প্রকল্পটির কার্য ক্রমে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিটাক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ ১৯/০৩/২০০৯ ও ১২/০৮/২০১৪ খ্রিঃ। হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব কআত্ম-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (সংশোধিত) শীর্ষ ক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/০৮/২০১৪ তারিখে (২য় সংশোধিত) অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত	মেয়াদ জুন’ ২০১৬।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দে শনা প্রদান করেন।			সর্বমোট ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওটি)। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্য ন্ত। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণঃ ক) রাজস্ব ব্যয় ৪২৫২.৫৮ লক্ষ টাকা খ) মূলধন ব্যয় ৪৭৯.৯২ লক্ষ টাকা **মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা।** “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ক আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষ ক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্য ন্ত ২ বছর বৃদ্ধির পর মোট ২৮৮০ জন পুরুষ এবং ২১৬০ জন মহিলাসহ সর্ব মোট৫০৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ২৫৯৮ জন পুরুষ এবং ১৮৬০ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। তন্মধ্যে ৬৫৩ জন পুরুষ ও ৬৩৪ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে ২৮২ জন পুরুষ ও ৩০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণরত আছে। জুন, ২০১৬ পর্য ন্ত সর্ব মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪৭০৩.৮২ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৬ পর্য ন্ত বাস্তব অগ্রগতি হার ৯৯.৩৯%।			
০৫	(প্রকল্প) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিক-কে কার্য করি ভূমিকা গ্রহণের নির্দে শনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৯/৫/২০০৮ ডিপিপি সংশোধন ০৪/০২/২০১৪। সংশোধিত প্রাক্কলন ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। **অগ্রগতির বর্ণ না:** প্রকল্পের মূল মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে লেভেলিং ও ড্রেসিং এর কাজ চলছে। আউটলেট ড্রেন নির্ম াণ কাজবাকী আছে। বর্তমানে অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্ম াণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সার্ফেস ড্রেন নির্ম াণ কাজের ৯০%কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন নির্ম াণকাজের ৮০% ও প্রকল্পের রাস্তা নির্ম াণ কাজ ৯০% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও অগ্নি নির্ব াপক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, অভ্যন্তরীণ পানির পাইপ লাইন ইত্যাদি নির্ম াণ কাজ চলছে। আরডিএ বগুড়ার মাধ্যমে গভীর নলকূপ এর কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের প্লট বরাদ্দের নীতিমালার আলোকে শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ ২ বৎসর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্য ক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়ের সহায়তা	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ২০৪২০.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হার ৬৬% এবং আর্থি কঅগ্রগতি হার ৬৬%।			
০৬	<u>(প্রকল্প)</u> চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্ম াণ।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ১৩/০৮/২০১৩ তারিখে সংশোধিত প্রাক্কলন ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা। চামড়া শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন কালভার্ট, বিদ্যুৎ লাইন, গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভি স সেড, পাম্প ড্রাইভারস কোয়ার্ট ার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্ম াণকাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ট্যানারী শিল্প সাভার, ঢাকায় স্থানান্তরের কার্য ক্রমচলমান রয়েছে। বরাদ্দকৃত ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৫৩টি শিল্প ইউনিটের নির্ম াণকাজ শুরু করার জন্য আনুষঙ্গিক কাজ, সাইটে নির্ম াণসামগ্রী মজুদসহ সীমানা প্রাচীর নির্ম াণ, লেবার শেড নির্ম াণের কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪৩টি শিল্প ইউনিট পাইলিংসহ কারখানা নির্ম াণের কাজ শুরু করেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই দ্রুত গতিতে নির্ম াণ কাজ বাস্তবায়ন করছেন। এখানে উল্লেখ্য, ৪৬টি শিল্প ইউনিট ইতোমধ্যে এক তলার ছাদ ঢালাই করেছে এবং নিচ তলায় কাঁচা চামড়া প্রসেসের জন্য ড্রাম বসানোর কাজ শুরু করেছে। তাছাড়া শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে ট্যানারী কারখানা স্থানান্তরের জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সর্ব শেষে তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে স্থানান্তরের জন্য লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। নির্ম াণাধীন সিইটিপি এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্ম াণের সিভিল কাজের প্রায় ৮৮% এর অধিক ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। A-Zone Oxidation Ditch (North ১, ২) custing works ৯৯% এবং B-Zone Oxidation Ditch (South ৩, ৪) custing works ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। CETP নির্ম াণের সাথে সংশ্লিষ্ট Electro-Mechanical equipment আমদানীর নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে। বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয় ও BRTC, BUET সমন্বয়ে গঠিত Pre Shipment Inspection (PSI) কমিটি ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্য ন্ত চীনে L/C সংক্রান্ত মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়ালস পরিদর্শ ন করেছে। ইতোমধ্যে ২য় L/C এর দুই শিপমেন্টের মালামাল সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং সংযোজন চলছে। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৫১১০৮.৩৭ লক্ষ টাকা। আর্থি ক অগ্রগতির হার৪৩% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৭৬%।	বাস্তবায়নাধীন জুন' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৭	(প্রকল্প) “শাহজালাল ফার্টি লাইজার কোম্পানি লিঃ” পরিচালনার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতার বিষয়ে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এবং সহজ শর্তে সরবরাহকারি কর্তৃক ঋণ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করাহয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	সাধারণ ঠিকাদার M/S COMPLANT গত ২৯/০২/২০১৬ তারিখে শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প বিসিআইসি’র নিকট হস্তান্তর করেছে। ০১/৩/২০১৬ তারিখ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। জিওবি ৮৫.২৯% কোটি টাকা। অগ্রগতি : সাধারণ ঠিকাদার ১০০%।	প্রকল্পের Lump-Sum Trun Key (LSTK) কার্য ক্রম ২৯/০২/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের সামগ্রিক কার্য ক্রম শেষ হবে জুন’ ২০১৭।		
০৮	(প্রকল্প) (ঘ) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তারিখঃ ক) মূলঃ ০৯/০৯/২০১০ খ) ১ম সংশোধিতঃ ০৯/০৯/২০১২ গ) ২য় সংশোধিতঃ ১৬/০৯/২০১৩ ঘ) ৩য় সংশোধিতঃ ২২/০৬/২০১৪ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ওপরে উল্লেখ রয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। জুন/২০১৫ পর্য ন্ত ব্যয়ের পরিমাণ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ ক) আর্থি কঃ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%। খ) বাস্তবঃ ডিজেল জেনারেটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার টারবাইন-১০০%। **প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**	-		
০৯	(প্রকল্প) (বিএসটিআই কে শক্তিশালীকরণ) বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ‘‘বিএসটিআই’র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)’’ শীর্ষ ক একটি অনুমোদিত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী (রসায়ন ও মেট্রোলজী) প্রতিষ্ঠা করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কারার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ফরিদপুরে বিএসটিআই'র অফিস-কাম ল্যাবরেটরী ভবনের অবকাঠামোগত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ফিনিশিং কাজ চলছে। কুমিল্লায় সার্ভি স পাইল ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খুব শীঘ্রই পাইল ড্রাইভ করা হবে। রংপুরে ভবন নির্ম াণের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং শীঘ্রই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা সম্ভব হবে। কক্সবাজারে নির্ম াণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা কয়েছে। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কিসমত মৌজায় বন্দোবস্তকৃত জমির মূল্য সহকারী কমিশনার, সদর, ময়মনসিংহ এর অনুকূলে প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই জমির রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে বন্দোবস্তকৃত জমি বুঝে নেয়া হবে। আর্থি ক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এর জুন/২০১৬ পর্যন্ত): আরএডিপি বরাদ্দ ৯৩৭.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৭২০.৫৯ (৭৬.৯০%) লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন/২০১৬ পর্যন্ত) ১৫২৩.১২ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ২৯.৩৯%।			সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
১০	(প্রকল্প) (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন) মর্ড ানাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) শীর্ষ ক প্রকল্প।	গত ১০-১৩ জানুয়ারি/ ২০১০ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত যৌথ ইশতেহারের ৩৩ নম্বরে।	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮১৩.৯৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ ২৩/৪/২০১৩ খ্রিঃ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ক্রেডিটলাইন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পটির বিষয়ে ভারত সরকারের চুড়ান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। **অগ্রগতির বর্ণ না:** গত ২০/৫/২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে ২৮/১১/২০১৩ তারিখে গ্রহণযোগ্য দরদাতা M/S. Analytical Technologies Limited, India, এর সাথে RDPP এর সংস্থান অনুযায়ী ১৩৬ প্রকার যন্ত্রপাতি, ২০০ প্রকার কেমিক্যাল এবং ১৬০ প্রকার গ্লাসওয়ার সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১২/৩/২০১৪ তারিখে Exim Bank of India কর্তৃক চুক্তি অনুমোদনের কপি পাওয়া গেছে। গত ০৩/৪/২০১৪ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ এ L/C খোলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এ পর্য ন্ত মোট১৩৬ প্রকার যন্ত্রপাতি, ১৬০ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যালের পরিদর্শ ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে মোট	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১৩৩ প্রকার যন্ত্রপাতি, ৯১ প্রকার গ্লাসওয়ার ও ২০০ প্রকার কেমিক্যাল বিএসটিআই'এ এসে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ৩টি যন্ত্র এবং ৬৯ প্রকার গ্লাসওয়ার ঢাকা হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে খালাস প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খালাস শেষে শীঘ্রই বিএসটিআই'এ এসে পৌঁছাবে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে Expert/Engineer এসে যন্ত্রগুলো Installation এর কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৬৫ প্রকার যন্ত্রপাতি, ৯১ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যাল রিসিভিং কমিটি কর্তৃক বুঝে নেয়া হয়েছে এবং Installation এর পর অবশিষ্ট যন্ত্রগুলো বুঝে নেয়া হবে। **আর্থি ক অগ্রগতি(২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০১৬ পর্য ন্ত :** আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২২.০০ লক্ষ, ঋণ ৩২৫.০০ লক্ষ), অবমুক্ত ২২.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১২.১৯ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন/২০১৬ পর্য ন্ত ১,৭৩০.৯০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৬১.৫১% (আর্থি ক)।			
১১	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্য ক্রম: প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ যাতে যথাযথ হয় সে বিষয়ে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই/ বিসিক	(ক) খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই এর কার্য ক্রম জোরদার করা হয়েছে। (খ) দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্ব ক কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করতে ও কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে লাভজনক করতে আরো কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিসিকের মাঠ কার্য ালয়সমূহকে ইতোমধ্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের সময় কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যও নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে বর্তমানে ১০২০টি কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৩৬টি চালু, ৯১টি বন্ধ ও ৯৬টি নির্ম াণাধীন/নির্ম াণের অপেক্ষায় আছে। বন্ধ ৯১টি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিল/হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলো সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিয়ে কৃষিজাত ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণে বিশেষ শিল্পনগরী স্থাপনের বিষয়ে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সম্ভাব্যতা যাঁচাইপূর্ব ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮টি করে জেলার সমন্বয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই-এর জন্য ২টি সম্ভাব্যতা যাঁচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মাঠ পর্য ায় থেকে তথ্য সগ্রহ করেছেন। শিঘ্রই মাঠ পর্য ায়ে পরিদর্শ ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্ব ক ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে			
১২	<u>বন্ধঘোষিত কলকারখানা পুর্ন চালু করণ</u> (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালুকরাসহ কি কারণে এবং কেন তা বন্ধ করা হয়েছিল তা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ পুনঃ চালুকরণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & Technology Co.Ltd, China এর ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে কারখানার মেকানিক্যাল কমপ্লিশন এবং প্রি-কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ জুন, ২০১৬ মাস পর্য ন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৮৬%। বর্তমানে বর্তমানে প্রি-কমিশনিং এর কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে জুলাই, ২০১৬ এর মধ্যে কারখানার PGTR (Performance, Guarantee and Test Run) সম্পন্ন হবে।	মেয়াদ ৩১ জুলাই' ২০১৬	অপরিশোধিত ২৭৪ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ/ পুনঃতফশীলকরণ।	অপরিশোধিত ২৭৪ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ/ পুনঃতফশীল করণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো এবং এ লক্ষ্যে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
	(২) বন্ধঘোষিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস(এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে গঠিত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ১৩১.১৯১ কোটি টাকায় শুধু পেপার মিল পুনঃচালুকরণের সুপারিশ করা হয়। বৈদেশিক সহায়তা/যৌথ উদ্যোগে কারখানার বাৎসরিক ৪৫,০০০.০০ মেঃটন ভার্জিন পাল্প ভিত্তিক একটি সম্পূর্ণ নতুন পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সহজ শর্তে বৈদেশিক/জাপানী ঋণসহ কারিগরি সহযোগীতা নিয়ে মিলটি পুনঃচালুকরণের/নতুন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান M/S CLETC, China বাংলাদেশে ব্যাগাস ভিত্তিক পেপার মিলের ক্ষেত্রে আর্থ-কারিগরী সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে MOU স্বাক্ষরের আগ্রহ ব্যক্ত করে। এ লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে নর্থ বেংগল পেপার মিলস(এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণের/নতুন কারখানা স্থাপন প্রসংগে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্ব ক সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত গত ১০/৫/২০১৬ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	মেয়াদ জুন' ২০১৭	আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় Subjudice বিষয় হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত আছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের শিল্প বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনায় এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে সৃষ্ট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা। পাশাপাশি আলোচ্য মিলটি বৈদেশিক অর্থ ায়নের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে পুনঃ

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
							চালুকরনের/ নতুনভাবে স্থাপনের কার্য ক্রম চলছে।
	(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। মিলটি পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৩/৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যমান বন্ধ মিলটির বিষয়াদি নিষ্পত্তিকল্পে বিসিআইসি'র গৃহীত/গৃহীতব্য কার্য ক্রমের বিষয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ কি হবে মর্মে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্যাদি গত ৩১/৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		
১৩	<u>শিল্প বর্জ্য পরিশোধনঃ</u> পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্ব ক প্রতিটি শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে সহানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক ও বিএসএফআইসি	**<u>(ক) বিসিক শিল্পনগরীঃ</u>** বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীর ১৩৮টি শিল্প ইউনিটে ETP থাকা প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ETP স্থাপন করা হয়েছে ৭৫টিতে এবং নির্ম াণাধীন রয়েছে১০টিতে। নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্য ালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে। যেসকল কারখানায় এখনো ETP স্থাপন করা হয়নি, সেসকল কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দে শনাসহ বিসিকের মঠ পর্য ায়ের কার্য লয় থেকে তাগাদ প্রদান অব্যাহত আছে। এর বাইরে বিসিক কর্তৃক নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে CETP নির্ম াণ ব্যয়সহ ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে তাছাড়া শিল্প মালিকগণকে তাঁদের কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দে শনাসহ প্রয়োজনীয়পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিসিকের পুরাতন ১০টি শিল্পনগরীতে সমীক্ষা চালিয়ে ETP স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশসহ পেশকরা হয়েছে। তাছাড়া ২০টি পুরাতন শিল্পনগরীর ETP স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	চলমান প্রক্রিয়া	সিইটিপি/ ইটিপি স্থাপনের জন্য শিল্প ইউনিটসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির স্বল্পতা ও শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থি কসমস্যা।	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				(খ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পো রেশনঃ পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ইটিপি স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিনিকলসমূহের তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গণে লেগুন নির্মা ণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য লেগুনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় চিনিকল এলাকার বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।			
১৪	(প্রকল্প) চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশনঃ চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। র-সুগার আমদানি : শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই করে দেখবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান Sosam Sugar Consultants, India এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্য ালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমূখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত আরডিপিপি'র উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত আরডিপিপি'র ভিত্তিতে প্রকল্পটি ২১/৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা। ২৭ জুন/২০১৬ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ২০৮.৫৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : (ক) আর্থি ক২০৮.৫৪ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ২.৮২% এবং (খ) বাস্তব ৮.০০%।	মেয়াদ ডিসেম্বর' ২০১৬		
১৫	রুগ্ন শিল্পের পূর্ন বাসনঃ প্রকৃতরুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	নির্দেশ নাটি বাস্তবায়ন কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	বাস্তবায়নাধীন		
১৬	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ০৯/০১/২০১২। ডিপিপি সংশোধন ১৬/১০/২০১৪। 'বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষ ক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০/৫/২০১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির পজেশন বুঝে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আংশিক (৩৮%) মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট মাটি ভরাটের দরপত্র শীঘ্রই আহ্বান করা হবে। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৪২২.৬০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৩৮% (আর্থি ক)।			
১৭	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্রগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা ১৭০০০ একর জায়গার মালিকানা এবং পরিমাণ নিয়ে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার নিমিত্তে রীট পিটিশন করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টে র দায়েরকৃত ১২২১/১০ নং রীট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষামান আছে। তবে সর্ব শেষ তথ্য জানার জন্য গত২১/৪/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক ফেনী বরাবর পত্র দেয়া হলে বর্ণি ত রীট পিটিশন মামলাটি ২ জন বিচারপতি দ্বারা গঠিত দ্বৈত বেঞ্চে চূড়ান্ত শুনানীর অপেক্ষায় আছে মর্মে গত ০৭/৬/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক, ফেনী হতে পত্র মারফর জানানো হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন	-	
১৮	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বরগুনা জেলাধীন পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার বিষয়ে ‘হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও বিনিয়োগ আয় প্রবাহ ও কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পো রেশন (বিএসইসি)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত শিল্প স্থাপনে প্রস্তাবিত জায়গায় Hydraulic Survey এবং বিনিয়োগ আয় প্রবাহ সমীক্ষা তথা Techno-Economic Feasibility Study করার লক্ষ্যে বিএসইসি কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটি Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য Terms of Reference (TOR) এবং প্রয়োজনীয় অর্থে র প্রাক্কলন Cost Estimation বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট দাখিল করেছে। TOR এবং Cost Estimation অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮,৯০,৫০,০০০/-টাকা বিএসইসির অনুকূলে বরাদ্দের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। উক্ত আর্থি ক বরাদ্দ প্রাপ্তি	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				সাপেক্ষে Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য EOI (Expression of Interest) আহবান করা হবে মর্মে বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি ০৮-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিএসইসি কর্তৃক প্রেরিত আর্থি ক প্রাক্কলনের প্রস্তাবটির বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পায়রা বন্দরেরর সন্নিকটে জাহাজ নির্মা ণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা হলে তা কারিগরী ও আর্থি ক দিক বিবেচনায় টেকসই (Viable) হবে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড়নিশানবাড়ীয়া মৌজায় বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন Economically Viable হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবনা পরিত্যাগ করা হলো। (খ) পায়রা বন্দর নির্মা ণ প্রকল্পে জাহাজ নির্মা ণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে। উক্ত স্থানে জাহাজ নির্মা ণ ও জাহাজ মেরামত শিল্পের পাশাপাশি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (গ) পায়রা বন্দর নির্মা ণ প্রকল্পের সন্নিকটে জাহাজ নির্মা ণ, জাহাজ মেরামত এবং জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধা রিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা (Feasibility Study) করা হবে। উক্ত সভার (ক) নং সিদ্ধান্তানুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড়নিশানবাড়ীয়া মৌজায় বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন Economically Viable হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবনা পরিত্যাক্ত হয়।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৯	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো এবং বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী পুনরায় চালুকরণ। (১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (২) বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। মিলটি পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৩/৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যমান বন্ধ মিলটির বিষয়াদি নিষ্পত্তিকল্পে বিসিআইসি'র গৃহীত/গৃহীতব্য কার্য ক্রমের বিষয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ কি হবে মর্মে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্যাদি গত ৩১/৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প শক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থলে আইসিটি পার্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে সর্ব শেষগত ২০/০৭/২০১৪ তারিখে এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় : (ক) ভূমির মালিকানা নিষ্কণ্টক করার জন্য মেজরিটি শেয়ার হোল্ডারগণের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং উভয়পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সি.এ ফার্ম দ্বারা সম্পদ ও দায় পুনঃ মূল্যায়ন করতেহবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুস্ঠানের কথা ছিল, কিন্তু সভাটি এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। (খ) নিষ্কণ্টক জমি প্রদানের পর হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯	৭০% শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী নিয়ন্ত্রনে নেয়ার প্রেক্ষিতে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রীজ কোং লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগণ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল মামলা নং-১৩৭২/ ২০১২ দায়ের করে, যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।	দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর স্থলে আইসিটি পার্ক স্থাপনের বিষয়ে খুলনায় অবকাঠামোসহ খালি জায়গায় একটি আইসিটি পার্ক স্থাপনে আগ্রহী কিনা এ বিষয়ে বিসিআইসি হতে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ কে গত ০৬/০৪/১৬ তারিখে পত্র দেয়া হলে প্রতিষ্ঠানটি তাদের মতামত প্রদান করে। বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত করা	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ৩১/০৮/২০১০ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৫/০২/২০১৩ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৪৮৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা। ক) জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং ১১/৬/২০১৩ তারিখে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil condition & River Movement এবং Initial Environmental Empect (IEE) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডে র নদী শাসন বাঁধ নির্মাণ কাজ না হওয়ায় প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ শুরু করা যাচ্ছেনা। এ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত প্রত্যয়ন পত্রের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ১০২১২.৯১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ২১% (আর্থি ক)।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬	ভবিষ্যতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। তবে বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) অব বাংলাদেশ রিভার সিষ্টেম প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্রস বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। Hydrological Survey ও River Movement এর Report ভিত্তিতে যমুনা নদীর এ্যালাইনমেণ্ট অনুযায়ী ক্রস বাঁধকে স্থায়ী করা জরুরি। এছাড়া নদীর পশ্চিম কিনারা দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করাও জরুরি।	
২১	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৮/১০/২০১৪। রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, শীর্ষ ক প্রকল্পেরসংশোধিত ডিপিপির আলোকে গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় জুলাই ২০১৫ থেকে ২০১৮ মেয়াদে ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন লাভ করে। একনেক সভার সিদ্ধান্তে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" নামে নামকরণসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১৮/৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		
২২	(প্রকল্প) চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি লাল তালিকাভূক্ত এবং এর অবস্থান ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর নির্ধ ারিত ফি জমা দিতে	-		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।		হবে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ ছাড়পত্র ফি বাবদ ৪০,০০০/- হাজার টাকা বিসিকের রাজস্ব বাজেট থেকে সংস্থানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ছাড়পত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে পুনরায় তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্য ালয় থেকে গত ২৬/১০/২০১৫ তারিখে পত্র মারফত প্রকল্পের আইইই প্রতিবেদন, ইআইএ প্রণয়নের কার্য পরিধি(টর), ইটিপি চিহ্নিত লে-আউট প্ল্যান, ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন ও দাগ খতিয়ান উল্লেখপূর্ব ক মৌজা ম্যাপ দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদির সংগ্রহ করে তা শীঘ্রই পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্য ালয়ে প্রেরণ করা হবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার সাথে সাথে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে কার্য ক্রমগ্রহণ করা হবে।			
২৩	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্ম াণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার এক জনসভায় ‘কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারা চর পয়েন্টে জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং শিপ ইয়ার্ড নির্ম াণ এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্ম াণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি আলোচনা এবং পথ নকশা নির্ধ ারণের জন্যশিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫/০৪/৫০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলাস্থ প্রস্তাবিত পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ৬০০০ একর জমি হতে জাহাজ নির্ম াণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ৭০/৮০ একর জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপত্বিতে শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পায়রা বন্দর ক্ষর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পে ারেশন (বিএসইসি)সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আহবান করে এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।’’ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ২৯ মে ২০১৫ তারিখ পায়রা বন্দর এলাকায় অধিগ্রহণকৃহ জমি হতে জাহাজ নির্ম াণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ১০০ একর জমি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করা	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				হয়েছে। এ বিষয়ে ১২ মে ২০১৫ তারিখ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়েটি বিবেচনার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের Feasibility Study করার পর জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পের স্থান চূড়ান্ত হবে। অপরদিকে বরগুনা জেলাধীন পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার বিষয়ে 'হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও বিনিয়োগ আয় প্রবাহ ও কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন' প্রণয়নের নিমিত্ত বিএসইসি কর্তৃক প্রেরিত আর্থি কপ্রাক্কলনের প্রস্তাবটির বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫/৪/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । পায়রা বন্দরেরর সন্নিকটে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা হলে তা কারিগরী ও আর্থি ক দিক বিবেচনায় টেকসই (Viable) হবে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড়নিশানবাড়ীয়া মৌজায় বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন Economically Viable হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবনা পরিত্যাগ করা হলো। (খ) পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে। উক্ত স্থানে জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামত শিল্পের পাশাপাশি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (গ) পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের সন্নিকটে জাহাজ নির্মাণ,জাহাজ মেরামত এবং জাহাজ পু নঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধ ারিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা (Feasibility Study) করা হবে। উক্ত সভার (খ)নং সিদ্ধান্তানুযায়ী জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পায়রা বন্দর এলাকায় একটি উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				করে প্রতিশ্রুত ১০০ (একশত) একর জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়কে ২৮/৫/২০১৬ তারিখে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২৩/৬/২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford কর্তৃক দাখিলকৃত Conceptual Master Plan এ চিহ্নিত স্থান টুংগিবাড়িয়া ও গাব্বু নিয়া মৌজায় জাহাজ নির্ম াণ ও মেরামত শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদানে সম্মিত জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের পত্রের আলোকেজাহাজ নির্ম াণ ও মেরামত শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য১০০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত পরবর্তী কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।			
২৪	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত গত সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা। 'টাংগাইল শিল্প পার্ক' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। শীঘ্রই বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		
২৫	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারির (Dual System Machinary) রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শ ন কালে প্রদত্ত নির্দে শনা।	বিএসএফআইসি	১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত 'ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন' শীর্ষ ক প্রকল্পে আখ হতে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক গৃহীত পাইলট প্রকল্পে উৎপাদিত সুগার বিট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিনি উৎপাদনের যান্ত্রিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য কারিগরি মূল্যায়নে যোগ্যতা অর্জনকারী সর্ব নিম্ন আর্থি ক দরদাতাSosam Sugar Consultants, India- এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্য ালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমূখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের	মেয়াদ জুন' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত আরডিপিপি'র ওপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত প্রকল্প ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক ব্যয় হ্রাসসহ অন্যান্য সংশোধনকরতঃ প্রকল্পের আরডিপিপি একনেক-এ বিবেচনাধীন। উল্লেখ্য, বিএসআরআই কর্তৃক গবেষণায় সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি সফল ও লাভজনক হলে ভবিষ্যতে যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব, সে সব চিনিকলে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারি (Dual System Machinary) এর সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।			

স্বাক্ষরিত/
১৯/৭/২০১৬ খ্রিঃ
(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁ ইয়াএনডিসি)
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়